সমকাল

তারিখ 19 JUN 2016
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

শেকৃবিতে স্বাক্ষর জাল করে ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি

■ আশিকুর রহমান, *শেকৃবি*

বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকার অংশ কেটে নিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) কিছু ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগে জানা যায়, সম্প্রতি অসুস্থ এক নেতার চিকিৎসার জন্য সাহায্যের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর জাল করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম বাবুসহ কয়েকজন কর্মী। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীস দাসের অনুসারী বলে জানা গেছে।

এমন চাঁদাবাজির খবর ফাঁস হয়ে গেলেও ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। যে কয়েকজন শিক্ষার্থী তাদের টাকা না কাটার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছে, তাদেরকেও নানাভাবে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে এই নেতাদের বিরুদ্ধে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বাবুর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়ে উপাচার্য বরাবর আবেদন করেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায়, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আনিচুর রহমান ও তাদের অনুসারী মো. শামীম হাসান। আবেদনপত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী তাদের বৃত্তির টাকা থেকে দুইশ' টাকা সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন উল্লেখ করে তাদের নাম, বর্ষ ও জাল স্বাক্ষর সংবলিত একটি তালিকা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা ৪ জুন একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়। এতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের টাকা উত্তোলনের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ২ হাজার ৩১৯ শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর জাল করে প্রত্যেকের বৃত্তির টাকা থেকে ২০০ টাকা হিসেবে সর্বমোট ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৮০০ টাকা উত্তোলনের আবেদন করা হয়েছে।

এই চাঁদাবাজির টাকা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বুধবার চতুর্থ বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা হলের

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

শেকৃবিতে স্বাক্ষর

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় তার কয়েকজন অনুসারী বেধড়ক পেটায়। এতে দু'গ্রুপের মারামারিতে ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে দুই শিক্ষার্থী বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাদাত উল্লা সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জানান, এভাবে শিক্ষার্থীদের টাকা তোলাকে আমরা কখনও সমর্থন করি না। আমি বারবার এর বিপক্ষে থাকলেও শিক্ষার্থীদের দাবিকে মেনে নিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুক জানান, শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। আমরা অভিযোগ গঠন করে শিগগিরই রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাব।

স্বাক্ষর নকলকারী ছাত্রলীগের এক নেতা আনিচুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, আমরা টাকা চেয়েছি। এতে অনেকে স্বাক্ষর করেছে। আবার কেউ কেউ ক্যাম্পাসের বাইরে থাকায় তাদের বন্ধু-বান্ধব তাদের হয়ে স্বাক্ষর করে দিয়েছে। আর টাকা তোলা ক্যাম্পাসে নতুন নয়। সবসময় এভাবেই কাজটি হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হক জানান, 'স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়টি ছাত্রলীগ কখনও সমর্থন করে না। বিষয়টি জানার পর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখায় যোগাযোগ করে টাকা তোলার বিষয়টি বাতিল করতে বলেছি।